এখনো কি ফিরে আসার সময় হয়নি?

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ উম্মাহর এক দরদি দায়ি। দ্বীন ও উম্মাহর প্রতি তাঁর হৃদয়ে যে কত গভীর ভালোবাসা রয়েছে, তা তাঁর লেকচার থেকেই স্পষ্ট বুঝে আসে। শাইখের বক্তব্যগুলোতে সর্বস্তরের মুমিনদের জন্য ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জেগে ওঠার যেমন খোরাক মিলে, তেমনই পাপাচারে নিমজ্জিত তরুণ-তরুণীদের দ্বীনের পথে ফিরে আসার দিশা মিলে। শাইখের হৃদয়ছোঁয়া বয়ান শুনে শুষ্ক চোখ থেকেও নিমিষে অশ্রুর ঢল নামে—শক্ত হৃদয়ও বিগলিত হয়, অন্তরে জাগে নেক আমলের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ। শাইখের কালজয়ী বক্তৃতামালার অনবদ্য সংকলন—(روائع الشيخ خالد الراشد)—'রাওয়াইউশ শাইখ খালিদ আর-রাশিদ'। আলহামদুলিল্লাহ, এই সংকলনটির নির্বাচিত কয়েকটি লেকচারসহ শাইখের আরও কিছু হৃদয়ছোঁয়া বয়ানকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করে ইতিমধ্যে আমরা প্রকাশ করেছি 'ইমানদীপ্ত আহ্বান' ও 'আলো হাতে আঁধার পথে' গ্রন্থদ্বয়। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য রুহামা পাবলিকেশনের এবারের আয়োজন এ সিরিজের তৃতীয় উপহার—'এখনো কি ফিরে আসার সময় হয়নি?' এটি শাইখের নির্বাচিত সাতটি লেকচারের অপূর্ব সমাহার। গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে উদাসীনতার ক্ষতিকর প্রভাব, পাপের সাগরে নিমজ্জিত নারী-পুরুষদের ধ্বংস ও বিপথগামিতার কাহিনি, সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারীদের ফিরে আসার গল্প, সত্য তাওবা ও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের অবস্থা নিয়ে মর্মস্পর্শী কিছু আখ্যান—রয়েছে পথহারা মানুষগুলোর প্রতি দ্বীনের পথে ফিরে আসার আকুল আহ্বান। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাপাচারে নিমগ্ন মানুষগুলোর বোধোদয় হবে, তারা খুঁজে পাবে পথের দিশা, লাভ করবে খাঁটি তাওবার আগ্রহ এবং দ্বীনের ওপর অটল থেকে ইমানের সুমিষ্ট স্বাদ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন, সকল পাঠককে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবার তাওফিক দিন এবং জালিমের জিন্দানখানা থেকে প্রিয় শাইখ খালিদ আর-রাশিদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন (আমিন)।

- হাসান মাসরুর

শাইখ খালিদ আর-রাশিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ—বিগত কয়েক দশকের দাওয়াহর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। সৌদি আরবের পূর্ব-প্রদেশের জনবহুল শহর আল-খোবারে ১৯৭০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নগরীর আর দশটি ছেলের মতো তিনিও বেড়ে ওঠেন মাঠ ও অলিগলিতে ফুটবলের পেছনে ছোটাছুটি করে। মহল্লার মসজিদে হিফজুল কুরআনের হালাকায় বসতেন। শৈশব থেকেই ফুটবলের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ।

তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি বড় সামরিক অফিসার হবেন। তাই ক্রিমিনোলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করার জন্য তিনি আমেরিকা চলে যান। এত কিছুর মাঝেও তিনি ফুটবল ছাড়েননি। পড়াশোনা শেষে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন এবং ফুটবল খেলতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। টানা ৬৫ দিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরান। এই সময়গুলোতে তিনি জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। ১৪১২ হিজরির পবিত্র মাহে রমাজান ছিল তাঁর জীবনের যুগসন্ধিক্ষণ। রমাজানের মাঝামাঝি সময়ে মায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মা তাকে এমন একটি বাক্য বলেন, যা তার জীবনের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয়। মা তাকে বলেছিলেন, 'বেটা আমার, তোর আব্বু বলতেন, "আমার পরিবারের কারও মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে, তবে তা খালিদের মাঝেই পাবে।"' পিতার এই একটি কথা সন্তানের চিন্তাজগৎকে লন্ডভন্ড করে দেয়। আঁধারের প্রাচীর পেরিয়ে তিনি ফিরে আসেন আলোকিত জীবনের রাজপথে। তারপর শুধু এগিয়ে চলার গল্প। দ্বীনি ইলম অর্জনে তিনি গভীর মনোনিবেশ করেন। ইলম, ইখলাস ও মুজাহাদা তাঁকে পৌঁছে দেয় নতুন এক উচ্চতায়। তিনি দাওয়াহ ইলাল্লাহকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। দরস, মুহাজারা ও খুতবার মাধ্যমে তিনি খুব দ্রুত আরব তরুণদের মাঝে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাঁর দরদভরা আওয়াজ, আবেগাপ্লুত ভাষণ আর ইমানদীপ্ত আহ্বান কত আরব যুবককে যে আলোকিত জীবনের সন্ধান দিয়েছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। তাঁর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুহূর্তেই নিয়ে যায় উপলব্ধি-দুনিয়ায়—নাড়া দেয় হৃদয়ের মর্মমূল ধরে। এ যেন কেবল উচ্চারণ নয়, মূর্তিমান অনুভূতির এক অবিরল বর্ষণ। আরব তরুণদের মাঝে শাইখের অনবদ্য দাওয়াহ কর্মসূচি

আর অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে আরব শাসকদের চক্ষুশূল করে তোলে। ২০০৫ সালে ডেনমার্কের একটি পত্রিকা প্রিয় নবি ﷺ-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করলে তিনি গর্জে ওঠেন। নবিপ্রেমে উদ্বেলিত শাইখের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় কালজয়ী এক ভাষণ—ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! এই অপরাধে (!) সৌদি জালিম শাসকগোষ্ঠী তাঁকে গ্রেফতার করে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি সৌদি আরবের জিন্দানখানায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করে সংগ্রহ করছেন অনন্ত জীবনের সোনালি পাথেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় শাইখের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন (আমিন)।

সূচিপত্র

- উদাসীনতা..... ১১
- পাপের সাগরে নিমজ্জিত লোকদের কাহিনি..... ৩৯
- পাপের সাগরে নিমজ্জিত নারীদের কাহিনি..... ৮১
- সত্যের পথে ফিরে আসা লোকদের কাফেলা..... ১১৯
- সত্যের পথে ফিরে আসা নারীদের কাফেলা..... ১৭১
- সত্য তাওবা..... ২১৭
- আল্লাহর ভয়ে সদা ক্রন্দন করে যারা..... ২৬১

উদাসীনতা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিটি প্রাণীর জন্যই আল্লাহ তাআলা মৃত্যুকে অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার সত্তা ছাড়া কিছুই বেঁচে থাকবে না। মানুষের সংবিধান হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য প্রেরণ করেছেন রাসুলের আদর্শ। মানুষ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে উদাসীনতা তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আর এই অবস্থায়ই এক সময় তার মৃত্যু এসে যায়। কিন্তু তার এই মৃত্যু হয় সবচেয়ে মন্দ অবস্থায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুর ব্যাপারে সচেতন থেকে চলে, তাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। আর যে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের দিকে ছুটে যায়, তার মৃত্যু হয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায়। আল্লাহর কাছে এ ধরনের মৃত্যু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুর ব্যাপারে সচেতন ও উদাসীন—এ দুই ব্যক্তির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

দুনিয়ার ব্যাপারে মানুষের প্রবঞ্চনা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অন্তরের মন্দ ভাব ও খারাপ কর্ম থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে তিনি হিদায়াত দেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার মতো আর কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبا

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيداً- يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করল।'[৩]

'নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। আর সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম জাহান্নাম।'

---

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

প্রিয় ভাই ও বোন,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আল্লাহ তাআলা আপনাদের নেক হায়াত দান করুন এবং সত্যের পথে আপনাদের ও আমার পদক্ষেপগুলো অবিচল রাখুন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদের তাঁর সম্মানিত গৃহে ভাই ভাই হিসেবে মুখোমুখি হয়ে পালঙ্কে বসার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঐক্যকে সুসংহত করেন এবং আমাদের কাতারগুলোকে একতাবদ্ধ করে দেন। আমাদের দায়িত্বশীলদের সংশোধন করে দেন। আর আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন।

ওহে আল্লাহর বান্দা, আর কতদিন এভাবে উদাসীন থাকবে? অথচ মৃত্যু মানুষের ডান-বাম থেকে ছোঁ মারছে। প্রতিদিনই তো হাসপাতালগুলো কত নর-নারীকে বিদায় জানাচ্ছে। কত শিশু-বৃদ্ধকে বিদায় জানাচ্ছে। কবর তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

বর্ণনায় আছে, 'ইসা ﷺ-এর নিকট দুনিয়া একজন সুন্দরী বৃদ্ধার আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়েছিল। সে সব ধরনের সাজসজ্জা গ্রহণ করে এসেছিল। ইসা ﷺ তাকে বললেন, "তুমি বিয়ে করেছ কয়টি?" সে বলল, "অনেক।" ইসা ﷺ বললেন, "তারা সবাই কি তোমাকে ছেড়ে মৃত্যুবরণ করেছে না তুমি তাদের ছেড়ে দিয়েছ?" সে বলল, "বরং আমি তাদের সবাইকে হত্যা করে দিয়েছি।" তখন ইসা ﷺ বললেন, "ধ্বংস তোমার অবশিষ্ট স্বামীদের জন্য! তাদের কী হলো যে, তোমার অতীত স্বামীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না!'" হে আমলে উদাসীন ও দীর্ঘ আশায় প্রবঞ্চিত! মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে, আর কবর হলো আমলের ঘর।

উদাসীনতা ভয়ংকর একটি আত্মিক রোগ

আদম-সন্তান যে রোগে আক্রান্ত হয়, তা দুই ধরনের। এক. শারীরিক রোগ, যা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করি। দুই. আত্মিক রোগ, যা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে নেয়। এটি শারীরিক

রোগের চেয়ে বেশি ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক। কারণ, এটি শুধু মৃত্যুর সময়ই প্রকাশিত হয়। আর আত্মিক রোগের ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় এবং এর ফলে নিজের দ্বীনদারিও বিনষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে যার হৃদয় মরে যায়, তার তো দেহও মরে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ

'আপনি যখন তাদের দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনাকে মুগ্ধ করে আর তারা যদি কথা বলে, আপনি তাদের কথা শুনেন।'[৪]

কিন্তু তাদের হৃদয়গুলো শূন্য। বর্তমানে অনেক মানুষই তাদের হৃদয়ের কাঠিন্যের ব্যাপারে অভিযোগ করে। আরে এই কাঠিন্য তো উদাসীনতা, যা অনেকের জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। এটি ভয়ংকর এক রোগ। এটি হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। মানুষ এভাবেই তার উদাসীনতায় বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে থাকে। আর এক সময় হঠাৎ তার সামনে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। যখন তার সামনে ঊর্ধ্ব গগনের বিকট আওয়াজ এসে যায়, তখন সে বলে : رَبِّ ارْجِعُونِ 'হে আমার রব, আমাকে (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান।'[৫] এখন সে নিজের হৃদয়ের চিকিৎসা করতে চায়। এখন সে ডাক্তারের কাছে গমন করতে চায়। সে এখন রোগাক্রান্ত এই হৃদয়ের চিকিৎসা অন্বেষণ করে।

প্রিয় ভাই ও বোন,

আমার কথা শোনো! জনৈক নেককার লোক এক বদকার লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে বললেন, 'হে অমুক, তুমি যে অবস্থায় আছ, তুমি কি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করো?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার এই অবস্থাকে এমন কোনো অবস্থাতে রূপান্তর করার ইচ্ছা রাখো, যে অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করো?' সে বলল, 'এ ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কী আকাঙ্ক্ষাই বা আছে!' নেককার লোকটি বললেন, 'এই দুনিয়ার পর কি আমল করার মতো কোনো জায়গা আছে?' সে বলল,

৪. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৪।
৫. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯।

'না।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে এই গ্যারান্টি দিতে পারবে যে, তোমার এই অবস্থায় মৃত্যু আসবে না?' সে বলল, 'না।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি কোনো বুদ্ধিমানকে এই অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হতে দেখেনি! তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো, তুমি যে অবস্থায় আছ, সে অবস্থায় কি তুমি মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করো?' সময় শেষ হয়ে গেছে এবং জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিদায়ের সময় সন্নিকটে। তুমি কি এ জীবন ত্যাগ করতে এবং অন্য জগতে যেতে প্রস্তুত?

উদাসীনতা হলো এক ভয়ংকর ব্যাধি। কুরআন আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা এ কারণে উদাসীন হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'[৬]

মানুষের উদাসীনতার মূল কারণ হলো, দুনিয়া ও দুনিয়ার বিলাসিতায় মত্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন; অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।'[৭]

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

'তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নতুন যে উপদেশই আসে, তারা তা শ্রবণ করে খেলার ছলে।'[৮]

---

৬. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯।
৭. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১।
৮. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২।

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

'তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত; জালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, সে তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে শুনে তোমরা তার জাদুর কবলে কেন পড়ো?'[৯]

উদাসীনতা অনেক জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। উদাসীনতার কারণ হলো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এবং মৃত্যুর কথা ভুলে যাওয়া। আমরা মৃত্যু ও তার যন্ত্রণার কথা ভুলে গেছি। কবর ও তার অন্ধকারের কথা ভুলে গেছি। ভুলে গেছি মাটি ও তার চাপের কথা—ভুলে গেছি কবরের প্রশ্ন ও তার কঠোরতার কথা। আমরা হাশরের ময়দান ও তার পেরেশানির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছি। আমরা উদাসীন হয়ে গেছি এ সত্যের ব্যাপারেও যে, শেষ পরিণাম হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান্নাম।

وَالْمَوْتُ فَاذْكُرْهُ وَمَا وَرَاءَهُ *** فَمَا لِأَحَدٍ عَنْهُ بَرَاءَةٌ

وإنه للفَيصَل الَّذِي بِه *** يُعْرَفُ مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ

والقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنَ الجِنَانِ *** أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ

إِنْ يَكُ خَيْراً فَالَّذِيْ مِنْ بَعْدِهِ *** خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّنَا لِعَبْدِهِ

وإِنْ يَكُ شَراً فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ *** وَيْلٌ لِعَبْدٍ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ صَدَّ

'মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জিন্দেগির কথা স্মরণ করো। কারও নিষ্কৃতি নেই তার হাত থেকে। মৃত্যুই সেই সীমারেখা, যেখানে দাঁড়িয়ে বোঝা যাবে বান্দার জন্য আল্লাহ কী রেখেছেন। কবর হলো জান্নাতের উদ্যান, কিংবা জাহান্নামের গর্ত। যদি কবরের জীবন উত্তম হয়, তবে পরবর্তী সবকিছু বান্দার জন্য কল্যাণকর। আর যদি অপ্রীতিকর হয়, তবে পরবর্তী জীবন হবে আরও দুঃসহ। ধ্বংস সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়েছে।'

৯. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৩।

একদা আলি ﷺ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলেছিলেন, 'হে কবরবাসী, হয়তো তোমরা আমাদেরকে তোমাদের খবর দেবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে আমাদের খবর দেবো। আর আমাদের খবর হলো, বাড়িগুলো নীরব হয়ে গেছে, নারীদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং সম্পদগুলো বণ্টিত হয়ে গেছে।' এরপর তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি কবরবাসী কথা বলত, তাহলে তারা বলত, তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।' আমরা আদিষ্ট হয়েছি জীবন গঠন ও আনুগত্যে সময় কাজে লাগানোর জন্য। কারণ, আমাদের পার্থিব এই জীবন শুধু একটিই জীবন। চলে গেলে আর ফিরে আসবে না। সুতরাং এই জীবনকে মূল্যায়ন করো। রাসুল ﷺ বলেন :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে মূল্যায়ন করো : যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ধনাঢ্যতাকে দারিদ্র্যের পূর্বে, অবসরতাকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।'[১০]

হে ভাই, বর্তমান মানুষের অবস্থা নিয়ে সামান্য চিন্তা করো। তাহলেই তুমি বর্তমান মানুষের উদাসীনতার পরিমাণ বুঝতে পারবে। তবে আল্লাহ তাআলা যার প্রতি রহম করেছেন, তার কথা ভিন্ন।

উদাসীনরা সালাত পরিত্যাগ করে

উদাসীনদের অবস্থা হলো সালাতের ব্যাপারে তারা গাফিল। তারা সালাত আদায় করে না। তারা দিনের পর দিন সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী থাকে। কয়েক মাস আগে সত্তরের অধিক বয়সী একজন বৃদ্ধ মারা গেল। আমার কাছে একজন এসে জিজ্ঞেস করল, 'শাইখ, যে সালাত আদায় করেনি, তার জানাজার সালাত আদায়ের হুকুম কী?' আমি বললাম, 'ঘটনা কী?' সে বলল, 'আমাদের এখানে সত্তরের অধিক বয়সী একজন বৃদ্ধ মারা গেছে, যাকে আমরা

১০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৪৬।

কখনো মসজিদে যেতে দেখিনি। আমরা কোনো দিন তাকে সালাত আদায় করতে এবং আল্লাহর জন্য মাথা ঝুঁকাতে দেখিনি। যখন তার পরিবারকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তারা বলল, "আমরা কোনো দিন তাকে সালাত আদায় করতে দেখিনি।'" এটা কোন ধরনের উদাসীনতা?! আমাদের দিন যায়, রাত যায়। আমি, তুমি—আমরা সবাই চলছি শেষ প্রান্তের দিকে। শেষ বিদায়ের দিকে, যার থেকে ফিরে থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু শেষ বিদায়ের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কোথায়? জনৈক নেককার লোক শেষ রাতে নিজ এলাকার সবচেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে জোর আওয়াজে মানুষকে ডেকে ডেকে বলতেন, 'বিদায়ের সময় হয়েছে! বিদায়ের সময় হয়েছে! বিদায়ের সময় হয়েছে!' এভাবে তিনি মানুষকে আখিরাতের পথে যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। হঠাৎ একদিন এই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এলাকার দায়িত্বশীল আমির তার ব্যাপারে লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলে তাকে জানানো হলো, তিনি মারা গেছেন। আমির বললেন, 'তিনি সব সময় মানুষকে বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। আর আজ তিনি নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন!' তিনি বিদায়ের জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। সব সময় তিনি মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন। ফলে উট যখন তার ঘরের সামনে এসে বসল, তখন তাকে প্রস্তুতি নিয়ে জাগ্রত অবস্থায় পেল। পার্থিব বিভিন্ন আশা-ভরসা তাকে উদাসীন করে রাখেনি। আল্লাহর শপথ, মানুষের আখিরাতের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাধা শুধু দীর্ঘ আশা। যার আশা দীর্ঘ হয়, তার আমল মন্দ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'আপনি ছেড়ে দিন তাদের, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।'[১১]

এ ধরনের লোকদের তুমি কখনো সালাতে দেখবে না। তারা কখনো রুকু-সিজদায় নিজের মাথা নত করে না। কোনো এক সড়কে আমার সাথে কিছু যুবকের সাক্ষাৎ হলো। তারা আমার সাথে গাড়িতে উঠল। এরপর আমার সাথে তাদের এই কথোপকথন হলো : আমি বললাম, 'তোমরা কোথায় যেতে চাও?' তারা বলল, 'অমুক স্থানে।' আমি বললাম, 'তোমাদের সেখানে যাওয়ার কী

১১. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৩।

উদ্দেশ্য?' তারা বলল, 'আমরা চাকরি ও কাজ চাই।' আমি তাদের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো যোগ্যতা তাদের ছিল না। তাদের পড়াশোনা বা কাজের ব্যাপারে বিশেষ কোনো সার্টিফিকেটও ছিল না। আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা সালাতের ব্যাপারে কতটা যত্নশীল? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সালাত হলো সকল বরকতের চাবি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের ব্যাপারে আদেশ করুন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই। আর আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।"[১২]

তখন প্রথমজন বলল, 'আপনি কি আমাদের কাছ থেকে সত্য কথা শুনতে চান, না আমরা মিথ্যা বলব?' আমি বললাম, 'যদি মিথ্যা বলো, তাহলে এর পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আমার কোনো ক্ষতি হবে না।' সে বলল, 'হে শাইখ, আমি সালাত আদায় করি না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কাফির?' সে বলল, 'না।' আমি বললাম, 'সালাত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান। রাসুল ﷺ বলেন :

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

'আমাদের এবং তাদের (কাফিরদের) মাঝে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ পার্থক্যকারী আমল) রয়েছে, তা হলো সালাত। সুতরাং যে তা পরিত্যাগ করল, সে কুফরি করল।'[১৩]

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমার অবস্থা তার চেয়ে ভালো।' আমি বললাম, 'কীভাবে?' সে বলল, 'আমি দিনে দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করি।' বললাম, 'এটি তো

১২. সুরা তহা, ২০ : ১৩২।

১৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৬২১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১০৭৯।

আশ্চর্যজনক বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলেছেন। আর তুমি দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করছ! এটি কোন ধরনের উদাসীনতা? পাঁচটি বিষয়ের ওপর কি ইসলামের ভিত্তি নয়? একজন মুসলিমের জন্য কি এটা সম্ভব যে, সে এই ভিত্তিগুলোর ব্যাপারে উদাসীন থাকবে অথবা এই বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে? বরং সে তো হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে আদিষ্ট বান্দা।' আর তৃতীয়জনের বিষয়টি ছিল আরও আশ্চর্যজনক। সে বলল, 'আমিও প্রথমজনের তুলনায় ভালো আছি। আমি প্রতি জুমআর সালাত আদায় করি। আমি বললাম, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' অথচ প্রতিটি গ্রামেই তো আজানের আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে। কিন্তু বিলালের আজানের ধ্বনি কোথায় গেল! প্রতিদিন প্রভাতে তোমাদের মিনারগুলো থেকে আওয়াজ উঁচু হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের মসজিদগুলো ইবাদত থেকে শূন্য হয়ে পড়ছে। আল্লাহর শপথ, কারও অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হবে না, যতক্ষণ না সালাতে তার অবস্থা ঠিক হবে। মানুষের বর্তমান অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হবে না, যতক্ষণ না সে সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হবে।

রাসুল ﷺ বলেন : اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ 'তোমরা ততটুকু আমল করো, যতটুকু তোমাদের সাধ্যের মধ্যে করা সম্ভব।'[১৪] (অপর এক হাদিসে তিনি বলেন) وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ 'আর জেনে রেখো, তোমাদের সবচেয়ে উত্তম আমল হলো সালাত।'[১৫] আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সালাতে যত্নশীল হওয়ার চেয়ে উত্তম কোনো মাধ্যম নেই। প্রকৃতপক্ষে উদাসীনরা সালাত আদায় করে না। বর্তমানে পুরো সমাজের উদাসীনতার প্রতি লক্ষ করো। যখন মুয়াজ্জিন ডাক দিয়ে বলেন, 'ঘুম হতে সালাত উত্তম', তখন রাস্তায় বের হলে তুমি দেখবে যে, মসজিদে যাওয়ার মতো একজন মানুষ বা একটি গাড়িও দৃষ্টিগোচর হবে না। বরং দেখবে, তোমার বাবা বা বৃদ্ধ কিছু ব্যক্তি অথবা হিদায়াতপ্রাপ্ত কিছু যুবকই কেবল মসজিদে যাচ্ছে। এ ছাড়া সবাই উদাসীনতার ঘুমে আচ্ছন্ন। এদের সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৬৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৪০।

১৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৭।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য অনেক জ্বিন ও মানুষ।...'[১৬]

ফজরের আজানের এক ঘণ্টা পর রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমাদের উদাসীনতার অবস্থা দেখো। দুনিয়ার দিকে আহ্বানকারী যখন আহ্বান করে বলে, 'এসো চাকরির দিকে, এসো কাজের দিকে!' তখন লোকজনে রাস্তাঘাট পূর্ণ হয়ে যায়। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রাস্তায় নেমে পড়ে। বাড়িগুলো গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে ওঠে—সবাই দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। উম্মতের অবস্থা কীভাবে পরিবর্তন হবে, যখন তারা আল্লাহর আদেশের চেয়ে নিজেদের দুনিয়াকে বড় করে দেখছে? আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, "এটা কোথা থেকে এল?" তাহলে বলে দিন, "এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।"'[১৭]

বর্তমানের অনেক মুসলিমকেই তুমি দেখবে, তারা সালাত আদায় করে না। সালাতের ব্যাপারে তারা অবহেলা করে। এদের দেখবে, শুধু ডান-বামে তাকাচ্ছে। হালাল-হারাম বিচার করছে না। তারা কুরআনকে পরিত্যাগ করে। আর দিবানিশি গানবাদ্য নিয়ে পড়ে থাকে। তাদের নিকট রাত-দিন সমান।

১৬. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৭৯।

১৭. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৫।

উদাসীনতার ব্যাপারে সালাফের সতর্কীকরণ

সালাফের নিকট রাত ও দিনের অর্থ ভিন্ন। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলতেন, 'রাত-দিন তোমার পেছনে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং তুমিও তাতে কাজ করে নাও।'

আবু বকর সিদ্দিক ﵁ উমর ﵁-কে এই বলে উপদেশ দিতেন যে, 'রাতের বেলায় আল্লাহর কিছু হক রয়েছে, যা তিনি দিনের বেলায় গ্রহণ করেন না। আর দিনের বেলায় আল্লাহর কিছু হক আছে, যা তিনি রাতের বেলায় গ্রহণ করেন না।'

আমরা আল্লাহর এসব হক ছেড়ে কোন পথে হাঁটছি? বর্তমানে উম্মাহর এই করুণ অবস্থায় পৌঁছার একটিই কারণ। আর তা হলো, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের উদাসীনতা। আবু জার ﵁ দীর্ঘ দিন পর মক্কায় ফিরে এসে দেখলেন, সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণে ব্যস্ত। তারা নিজেদের পানাহারে বিলাসিতা শুরু করে দিয়েছে। তিনি তাদের মাঝে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ করলেন। কাবার পাশে তাওয়াফ করতে করতে তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে লোক-সকল, আমি তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত ও তোমাদের প্রতি দয়াশীল।' এ কথা শুনে লোকজন তাঁর কাছে এগিয়ে আসলো। 'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী, যে সফরের ইচ্ছা করেছে, সে কি তার সফরের পাথেয় গ্রহণ করবে না?' তারা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তোমাদের সে কাঙ্ক্ষিত সফরের চেয়ে দীর্ঘ সফর হলো আখিরাতের সফর। সুতরাং তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাথেয় সংগ্রহ করো।' তারা বলল, 'আমাদের প্রয়োজন কী?' তিনি বললেন, 'রাতের অন্ধকারকে কবরের অন্ধকারের সাথে সম্পৃক্ত করো। বড় বড় অপরাধগুলোর ব্যাপারে অজুহাত তৈরি করে নাও। দুনিয়াকে দুটি মজলিশে ভাগ করে নাও—একটি আখিরাত অর্জনের জন্য এবং অপরটি দুনিয়া অর্জনের জন্য। এ ছাড়া ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করবে না। কেননা, তা তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে। টাকাকে দুভাগে ভাগ করে নাও—একভাগ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে এবং অপরভাগ নিজের জন্য ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। এ ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা করবে না। কারণ, তা তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে। আমার কী হলো যে, আমি দেখছি, তোমরা সেসব ইমারত তৈরি করছ,

যেখানে তোমরা বসবাস করতে পারবে না এবং সেসব খাদ্য প্রস্তুত করছ, যা তোমরা ভক্ষণ করতে পারবে না। তোমরা দীর্ঘ আশা করে বসে আছ। দুনিয়ার লোভ তোমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে, অথচ তোমরা তা পূর্ণরূপে অর্জন করতে পারবে না।'

প্রিয় ভাই ও বোন,

যদি আবু জার ﷺ আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখতেন, তাহলে তিনি আমাদের ব্যাপারে কী বলতেন? আল্লাহর কাছেই সকল অভিযোগ পেশ করছি। যদি তিনি এসে এত বিশাল বিশাল ভবন দেখতেন, যেখানে দুজন বা তিনজন বসবাস করছে, তাহলে কী বলতেন তিনি? যদি আবু জার ﷺ এসে সুদি ব্যাংকে আমাদের সম্পদের পরিমাণ দেখতেন, তাহলে তিনি কী বলতেন? যদি তিনি আমাদের নারী ও শিশুদের বাদ্যযন্ত্র ও গানের প্রতি আকর্ষণ দেখতেন, তাহলে কী বলতেন? যদি আবু জার ﷺ এসে দেখতেন যে, আমাদের রাত কাটে ইন্টারনেটের বিভিন্ন চ্যানেলে? যদি তিনি এসে দেখতেন যে, স্টেডিয়ামগুলো যুবক-যুবতিদের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহলে তিনি কী বলতেন? যদি তিনি এসে দেখতেন যে, গরুপূজারিরা আমাদের মসজিদগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে, যদি তিনি এসে দেখতেন যে, ক্রুশের পূজারিরা আমাদের সম্মান ও ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করছে। যদি তিনি এসে দেখতেন যে, বানর ও শূকরের নাতিরা আমাদের নিয়ে তামাশা করছে, তাহলে তিনি কী বলতেন? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা নিজেদের উদাসীনতার ফলেই আজ এই অবস্থায় চলে এসেছি। আমাদের ওপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যা কিছু আপতিত হচ্ছে, তা আমাদের উদাসীনতা ও দুর্বলতারই ফল। এখন আমাদের সময় হয়েছে উপদেশ শুনে তা গ্রহণ করার। এখনই উপদেশ শ্রবণ করে নিজেদের পরিবর্তন করার সময়। আমাদের কি মৃত্যুর কথা স্মরণ করার সময় হয়নি—যা ছোট বা বড়, শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল, দিন বা রাত কিছুই চিনে না? আমাদের প্রত্যেকের জন্য কি এখনো সেই ভয়াবহ অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা শুরু করার সময় হয়নি? কবরে রয়েছে মাটি চাপা এবং প্রশ্নপর্ব। তিনটি প্রশ্ন—আমাদের প্রত্যেকেই সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমাদের মাঝে যে লোকটিকে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি কে? প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান তুমি সহজ মনে করো না। কারণ, উদাসীনরা এসব প্রশ্নের উত্তর

দিতে সক্ষম হবে না। সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী লোকজনই কেবল এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিচলতা দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ জালিমদের পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তা করেন।'[১৮]

উদাসীনতা সত্যের পথে বাধার দেয়াল

উদাসীনতা সত্য পথে বাধা প্রদান করে। বাধা প্রদান করে উপদেশ গ্রহণ করতে এবং মনোযোগ দিয়ে কারও উপদেশ শ্রবণ করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

'আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদের ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হিদায়াতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহির পথ দেখলে, তা-ই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে উদাসীন হয়ে রয়েছে।'[১৯]

---

১৮. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২৭।

১৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৪৬।

মৃত্যু ও তার যন্ত্রণার জন্য তুমি কী প্রস্তুত করে রেখেছ? কবর ও তার অন্ধকারের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করে রেখেছ? সেদিনের জন্য তোমার কী প্রস্তুতি রয়েছে, যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান? সেদিনের প্রশ্নোত্তরের জন্য তোমার কী কী প্রস্তুতি রয়েছে? অচিরেই তুমি নিজের সালাত, নিজের দৃষ্টি, নিজের প্রতিটি কথা এবং নিজের ছোট-বড় প্রতিটি কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একদা হাসান বসরি ﵀ একদল যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মাঝে একজন যুবক খুব উচ্চস্বরে হাসছিল। হাসান ﵀ তাকে বললেন, 'তুমি কি পুলসিরাত পার হয়ে গেছ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো যে, তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে না জাহান্নামে?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে কীসের জন্য তোমার এই হাসি?'

প্রিয় ভাই ও বোন,

আর কতদিন আমাদের এই উদাসীনতা থাকবে? অথচ আমরা নিজেদের মৃতদের দাফন করি, কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করি না! কতদিন এমন চলবে? অথচ আমরা আমাদের ছোট ও বড়দের বিদায় জানাচ্ছি, কিন্তু নিজেরা নাফরমানি থেকে বিরত হচ্ছি না! আমরা কত কত বার কবরস্থানে প্রবেশ করেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে উদাসীনতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সালাফগণ বলতেন, 'আমরা যখনই জানাজায় যেতাম, তখন মুখোশধারী ক্রন্দনকারীদের দেখতে পেতাম।' আর আমাদের বর্তমান বাস্তবতা দেখো। আজ যদি আমরা জানাজায় যাই, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হয়? তারা বলতেন, 'অধিক ক্রন্দনকারীর কারণে আমরা বুঝতে পারতাম না যে, কাকে সান্ত্বনা দেবো।' আর বর্তমানে আমরা হাসি-ঠাট্টার কারণে বুঝতে পারি না, কাকে সান্ত্বনা দেবো। কবরস্থানে মৃতদের বিদায় জানানোর মতো কঠিন সময়েও তুমি মানুষকে প্রভাবিত হতে দেখবে না। কবরস্থান আর মৃতদের অবস্থা যখন আমাদের পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, তখন আর কোন জিনিস আমাদের মাঝে পরিবর্তন আনবে? নিশ্চয় উদাসীনদের পথচলা হলো, অন্ধকারে পথচলা—যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। গুনাহ ও নাফরমানি প্রতি মুহূর্তে তাদের ধোঁকা দিচ্ছে। অন্যদের তুলনায় তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিচলতা পাওয়ার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।